

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক সমস্যা ও ইসলামি সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

চৈতী আক্তার

রোলঃ 23100120935

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক সমস্যা ও ইসলামি সমাধান+

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

চৈতী আক্তার

রোলঃ 23100120935

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আধুনিক সমস্যা ও ইসলামি সমাধান ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে চৈতী আক্তার, আইডিঃ 23100120935 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আধুনিক সমস্যা ও ইসলামি সমাধান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

চৈতী আক্তার

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ 23100120935

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা :	5
১/ নারীদের উপর অন্যায় ও অত্যাচার :	5
ইসলাম নারীর সম্মান এবং ধর্মণের শান্তি সম্পর্কে কি বলে :	6
হতাশা, একাকিত্ব, দুশ্চিন্তা :	8
বিবাহ- বিচ্ছেদ:	16
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্তি	19
পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীলতা:	23
পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস যা বলে:	30

ভূমিকা :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আধুনিক সমস্যা বলতে আমরা প্রতিনিয়ত যে সমস্যা গুলোর সম্মুখীন হই সেগুলোকে বোঝায়। আধুনিক সমাজে আধুনিক সমস্যার অভাব নেই। যেমন : নারীদের উপর অন্যায় - অত্যাচার , ডিপ্রেসন, চিন্তা, অবসাদ, একাকীত্ব, পারিবারিক ভাঙ্গন, বিবাহ বিচ্ছেদ, ফেসবুকে আসক্তি , বিভিন্ন ধরনের কিশোর অপরাধ, পর্নোগ্রাফি, পরকিয়া, সিভিকিট ইত্যাদি। অসংখ্য সমস্যা রয়েছে যা বর্তমান শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয় এবং এর অসংখ্য প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি।

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে সব সমস্যার সমাধান রয়েছে। সমাজে উদ্ভাবিত সকল সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র ইসলামই দিতে পারে। ইসলাম কোন মধ্যযুগীয় বা প্রাচীন যুগীয় কোন জীবনব্যবস্থা নয় এটি সর্বকালের জন্য রচিত জীবন ব্যবস্থা। যা সব যুগে এবং সকল সময়ে এবং সকল পরিস্থিতির জন্য উপযোগী জীবন ব্যবস্থা।

১/ নারীদের উপর অন্যায় ও অত্যাচার :

আধুনিক বা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যার একটি হচ্ছে নারীর উপর অন্যায় ও অবিচার। প্রতিদিনই আমরা এরকম হাজার হাজার ঘটনা দেখতে পাই। নারী যাকে ইসলাম এত মর্যাদা দান করেছে সে নারী আজ অমর্যাদার শিকার। সে নানাভাবে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। প্রতিনিয়ত হাজারো শিশু ও নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। শুধু ২০২৫ সালেই রেকর্ড ৭ হাজার ৬৮ টি ধর্ষণ মামলা। দেশে গত ১৬ অস্তত এক হাজার ৮৯০ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮৩ জন শিশু নিহত ও ১ হাজার ৪০৭ জন শিশু শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এছাড়াও এসব শিশুর মধ্যে ৫৮০ জন ধর্ষণ

এবং ৩১৩ জন শিশু যৌন শিকার হয়েছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে এমন ধরনের অসংখ্য শিশু হত্যা ধর্ষণ ধর্ষণের পরে হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এইচ আর এস এস এর সংগৃহীত তথ্যানুসারে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সারাদেশে অন্তত ১৮৯০ জন শিশু ও কিশোরী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে কয়টি ধর্ষণের বিচার হয়েছে তা আমাদের সকলেরই জানা।

এই গণতন্ত্র ব্যবস্থা আসলেও কি নারীদের সুরক্ষা দিতে পারে? এছাড়া এ সমস্যা সমাধানে গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা কি বলে তা জানা দরকার। গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যা এখন পর্যন্ত কখনো কার্যকর হতে দেখা যায়নি। ফলে ধর্ষণ দিনে দিনে বেড়েই চলছে কারণ হলো ধর্ষণের বিচার না হওয়া। ধর্ষণের বিচার হওয়া তো দূরে থাক ধর্ষিতা বিচারের আবেদন করতেও ভয় পায় কারণ ধর্ষক ধর্ষণের অপরাধ স্বীকার করার পরও ধর্ষকের বিচার হয় না উপরন্তু ধর্ষিতাকে পোহাতে হয় নানা রকম ঝামেলা, অপমান এবং লাঞ্ছনা।

গণতন্ত্র নারীর সর্বোচ্চ সম্মান এবং অধিকারের বললেও বাস্তবে তা কার্যকর করতে পারিনি এবং পারবেনা। কারণ গণতন্ত্র বা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা শুধু মুখেই নারীর সম্মান এবং সুরক্ষার কথা বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নারীর অধিকার, নারীর সম্মান রক্ষায় এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা কোন ভূমিকায় পালন করতে পারছে না।

ইসলাম নারীর সম্মান এবং ধর্ষণের শাস্তি সম্পর্কে কি বলে :

ইসলামে নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান এবং মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

- মায়ের মর্যাদা: ইসলামে মায়ের স্থান সবার উপরে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত"

- সন্তান ও কন্যাসন্তানের অধিকার: কন্যাসন্তানকে বোঝা মনে করার ধারণাকে ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। কন্যাশিশুর লালন-পালন ও শিক্ষাদানের জন্য ইসলামে বিপুল সওয়াবের কথা বলা হয়েছে।
- অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: ইসলাম নারীদের নিজস্ব উপার্জনের এবং সম্পদের পূর্ণ মালিকানার অধিকার দিয়েছে। বিবাহ, উত্তরাধিকার ও অন্যান্য মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে নারীর একক অধিকার থাকে।
- শিক্ষার অধিকার: ইসলামে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ বা অবশ্যক করা হয়েছে। ফলে নারীদের শিক্ষার্জন ও জ্ঞান বিস্তারের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত।
- বিয়ের স্বাধীনতা ও মোহর: বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রী নিজের মতামত ও সম্মতি প্রকাশের পূর্ণ অধিকার রাখেন। বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে 'মোহর' বা সম্মানজনক আর্থিক উপহার গ্রহণ করা নারীর আইনগত অধিকার।

ইসলামে যেমন নারী অধিকারের কথা বলা হয়েছে তেমনি নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণকারীর জন্য রয়েছে শাস্তির বিধান।

ইসলামে ধর্ষণ একটি জঘন্য অপরাধ ও কবির গুনাহ। ইসলামি আইনে এর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড বা তলোয়ার দ্বারা শিরশ্ছেদ।

ইসলামি আইন (শরিয়াহ) অনুযায়ী ধর্ষণের বিচারিক শাস্তির সংক্ষিপ্ত রূপ নিচে দেওয়া হলো:

- ধর্ষকের শাস্তি (হদ/তাজির): ইসলামি আইনশাস্ত্র অনুযায়ী, ব্যভিচারী ও ধর্ষকের শাস্তি একই। অবিবাহিত ধর্ষকের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত হলে প্রকাশ্যে পাথর নিক্ষেপে (রজম) মৃত্যুদণ্ড।

স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এই শাস্তি কার্যকর করা হয়।

- ভিকটিমের মর্যাদা: ইসলামে ধর্ষিত নারী সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং তাকে কোনোভাবেই দায়ী করা হয় না। তার উপর কোনো ব্যভিচারের শাস্তি বা 'হদ' প্রয়োগ করা হয় না, বরং তিনি পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ (মহরে মিসল) ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রাখেন।

ইসলামি আইন অনুযায়ী ধর্ষণের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড এবং তার সর্বাবস্থায় কার্যকর হবে। এবং এ বিধান জনসম্মুখে কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে করে অপরাধী কোন কারণে শাস্তি পাচ্ছে এবং কি শাস্তি পাচ্ছে তা জনগণ দেখতে পারে, যার ফলে অন্য কেউ এই একই অপরাধ করার আগে হাজারবার চিন্তা করে

হতাশা, একাকিত্ব, দুশ্চিন্তা :

হতাশা

হতাশা হলো একটি মানসিক অবস্থা, যা কোনো প্রত্যাশা পূরণ না হলে বা কোনো কাজে ব্যর্থ হলে সৃষ্টি হয়। সহজ কথায়, এটি হলো আশাভঙ্গ বা নৈরাশ্য। এর ফলে মানুষের মনে মানসিক অবসাদ, কর্মস্পৃহা অভাব ও হাল ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়।

হতাশার প্রধান লক্ষণ ও প্রভাব:

- আশাভঙ্গ: তীব্রভাবে কোনো কিছু পাওয়ার পর তা না পাওয়ার ফলে সৃষ্ট দুঃখ।
- মানসিক অবসাদ: নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া এবং যেকোনো কাজে মনোযোগ বা আগ্রহ হারিয়ে ফেলা।
- কর্মস্পৃহা হারানো: ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাহীন হয়ে পড়া ও মনোবল কমে যাওয়া।

বর্তমান সময়ে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে হতাশা এবং দুশ্চিন্তা। এসব সমস্যা মানুষ কে তিলে তিলে শেষ করে দেয় এবং মানুষের অন্তর থেকে বেঁচে থাকার ইচ্ছে শেষ

করে দেয়। মানুষ যখন তার কাজিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না স্বাভাবিকভাবেই সে হতাশ হয়ে পড়ে এবং সে নিজেকে অন্যের থেকে কম মনে করতে শুরু করে যা তার মনের হতাশাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

মানুষের মাঝে নানা রকম হতাশা কাজ করে। মানুষ জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয় যা মানুষকে হতাশায় ডুবিয়ে দেয়। মানুষের মাঝে বিভিন্ন ধরনের হতাশা কাজ করে যেমন: পারিবারিক, সামাজিক, কর্মক্ষেত্রের। মানুষ সামান্যই কিছুতেই হতাশ হয়ে পড়ে। মানুষ তার পূর্বের বা অতীতের ভুলের কথা ভাবে এবং হতাশায় ভুগে। তার অতীতের বা বর্তমানের কিছু জিনিস তার মনে হতাশার সৃষ্টি করে সে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তার দ্বারা কোন কিছু করা সম্ভব না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

তোমরা হতাশ হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। সূরা আলে ইমরান: (আয়াত ১৩৯)

আমাদের উচিত হতাশ না নিজেদের আত্মবিশ্বাসের সাথে বাড়ানো।

আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না নিশ্চয়ই কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। (সূরা ইউসুফ)

হতাশা থেকে মুক্তির উপায়

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদাত বা নিঃশর্ত আনুগত্য করার জন্য। আল্লাহ মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে থাকেন। মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, দুশ্চিন্তার মুখোমুখি হয়ে থাকে। কিন্তু এটাও মুমিন-মুসলিমের জন্য কল্যাণকর।

রাসূলুল্লাহ সা বলেছেন, মুসলিম বান্দার উপর রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা যাই আসুক, এমনকি যে কাঁটা তার গায়ে বিঁধে তার বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ)

কুরআন ও সুন্নাহতে হতাশা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভের জন্য বেশ কিছু উপায় বলে দেয়া হয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১. আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা। আল্লাহ বলেন, ‘যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাঁর জন্য তিনিই যথেষ্ট’ (সূরা আত তালাকঃ ৩)

২. সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন’। (সূরা আল বাক্বারাহঃ ৪৫)

৩. আল্লাহর যিকির করা। আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’ (সূরা আর রা’দঃ ২৮)।

৪. বিশেষ দুআর মাধ্যমে শয়তানের ধোঁকা, প্ররোচনা, হতাশা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। রাসূল (সা.) একটি চমৎকার দুআ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। দুআটি হলো, ‘আল্লাহুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হায়ানি, ওয়াল ‘আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়া দলা’ইদ দাইনি ওয়া গলাবাতির রিজালি’ (অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হতে, অক্ষমতা ও অলসতা হতে, ভীরুতা ও কুপণতা হতে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি হতে’ (বুখারী ২৮৯৩)।

৫. তাকদীরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ও হতাশা না হওয়া। রাসূল সা বলেন, ‘তোমার প্রতি যা ঘটেছে, তা তোমার ভুলের জন্য ছিল না; আর যা তোমার ভুলের জন্য হয়েছে, তা তোমার ভাগ্যে ছিল না’ (আবু দাউদ ৪৬৯৯)

৬. তাহাজ্জুদের সময় ইস্তিগফার ও কেঁদে আল্লাহকে নিজ কষ্টের কথা বলা। আল্লাহ বলেন, ‘আর তারা (মুত্তাকীরা) রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো’। (সূরা আয যারিআতঃ ১৮)

৭. সৎ সঙ্গী ও ভালো পরিবেশ বেছে নেওয়া। কারণ সৎ ব্যক্তির সাহচর্য হতাশাকে দূর করে এবং ঈমানকে জাগ্রত করে। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে। সুতরাং তার বন্ধু নির্বাচনের সময় এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত, সে কাকে বন্ধু নির্বাচন করছে’। (তিরমিযী ২৩৭৮, আবু দাউদ ৪৮৩৩)

৮. অল্পে তুষ্ট থাকা। অল্পে তুষ্ট হওয়ার গুণ জীবনকে সুখময় করার বড় হাতিয়ার। দুনিয়ার নানা অর্জন ও অর্থলিপ্সা জীবনের শান্তি কেড়ে নেয়, জীবনকে করে তোলে মূল্যহীন। ফলে নানা ধরনের হতাশা আমাদের পেয়ে বসে। তাই অল্পে তুষ্ট থেকে রবের শুকরিয়া আদায় করলে না পাওয়ার বেদনা আমাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করতে পারবে না। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর কসম, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হলো, তোমাদের কেউ সাগরের মধ্যে নিজের একটি আঙুল চুবানোর পর লক্ষ করে দেখুক আঙুল কী পরিমাণ পানি নিয়ে এলো?’ (সহীহ মুসলিম ৫১৫৬)

৯. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও আমল করা। আল্লাহ বলেন, ‘কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে শিফা (আরোগ্য) ও রহমত বা দয়া’ (সূরা বনী ইসরাইলঃ ৮২)

১০. ইতিবাচক চিন্তা ও কল্যাণমূলক পরিকল্পনা করা। হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, ‘বান্দা আমার প্রতি যে রূপ ধারণা রাখে, আমি বান্দার প্রতি সেই রূপ আচরণ করি।’ (বুখারী ৬৯০১)

১১. বেশী বেশী ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ বলেন, ‘সাজদাহ করো ও আমার নিকটবর্তী হও।’ (সূরা আল আলাকঃ ১৯)।

উপরিউক্ত আমলগুলো নিয়মিত করলে হতাশা দূর হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। (আমীন)
আল্লাহ তাআলা আর বান্দাকে নিরাশ হতে আর হতাশ হতে বারণ করেছেন। হতাশা ব্যক্তিকে কষ্ট ব্যাতিত কিছুই দিতে পারে না। হতাশ না হয়ে শুধু মাত্র চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ নিজলক্ষে পৌঁছাতে পারে।

(দুশ্চিন্তা)

মানুষ সব সময় চিন্তা করতে থাকে। কখনো কখনো এই চিন্তা দুশ্চিন্তার রূপ ধারণ করে। মানুষ সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষের যে দুশ্চিন্তা কাজ করে তা আর কোন ক্ষেত্রে কাজ করে না। মানুষ যদিও জানে না সে গতকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে কিনা তারপরও মানুষের সবচেয়ে বেশি চিন্তা হয় তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। বাবা মার দুশ্চিন্তা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে, কিশোর-কিশোরীদের দুশ্চিন্তা পড়ালেখা নিয়ে, ক্যারিয়ার নিয়ে, ধনবানদের চিন্তা কিভাবে আরও ধনবান হওয়া যায়, গরিবদের চিন্তা কিভাবে ভবিষ্যতে ভালো ভাবে দিন কাটানো যায় তা নিয়ে। প্রত্যেক মানুষ দুশ্চিন্তায় ভোগে। কেউ কারো নিজের পাপের কারণে, কেউ টাকা পয়সার কারণে, কেউ ভবিষ্যতের, কারণে কেউ স্বপ্নের কারণে। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় যে দুশ্চিন্তা কোন কিছুই সমাধান করতে পারে না বা ভালো কিছু করতে পারেনা। দুশ্চিন্তা মানুষকে শুধু কষ্ট দিতে পারে এবং তার বর্তমানকে নষ্ট করতে পারে এবং তার স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আমাদের কখনোই ভবিষ্যৎ না আগাম জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে এটা কোন কিছুর সমাবাধন নয় বরং মানসিক যন্ত্রণার কারণ।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র আল কুরআনে বলেন :

আল্লাহ কাউকে তার সাধের অতিরিক্ত দায়িত্ব অপন করেন না। সূরা আল-বাকারাহ', (আয়াত :২৮৬)

তাই আমাদের কোনো কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করা উচিত নয় কারণ আপনার সৃষ্টিকর্তা ব্যাতিত আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কে ভালো জানে পারে।

হে মমিনগণ ধৈর্য ও নামাজের প্রার্থনা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা আল বাকারাহ)

বিপদ-আপদ মানবজীবনের নিত্যসঙ্গী। মানসিক অস্থিরতা জীবনেরই অংশ। বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরতে হবে কারণ অতিরিক্ত চিন্তা বিপদ কমাতে পারে বরং আরও বাড়ায়।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদে ঈমানদারের ১০টি কাজ করা উচিত

১. ভালো-মন্দ তাকদিরের ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখুন। কেননা তাকদিরের ওপর পূর্ণ আস্থাবান ব্যক্তিকে দুশ্চিন্তা কাবু করতে পারে না। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘আল্লাহ তোমাদের ক্লেশ দিলে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই...।’ (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ১০৭)

২. দুনিয়ার বিপদের তুলনায় পরকালের বিপদের কথা স্মরণ করুন। দুনিয়ার বিপদ-আপদ আপনার জন্য পরকালের বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার কারণ হতে পারে। আর পরকালের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির তুলনায় দুনিয়ার বিপদ-আপদ খুবই নগণ্য। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে।’ (সুরা : নাজিআত, আয়াত : ৪৬)

৩. চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিন। নিজের চেয়ে নিচের মানুষদের অবস্থার দিকে তাকান। ভাবুন, আল্লাহ আপনাকে তার থেকে ভালো রেখেছেন। মনোবিজ্ঞানীরাও ডিপ্রেশনের চিকিৎসা হিসেবে রোগীকে এভাবে চিন্তা করার উপদেশ দিয়ে থাকেন। মহানবী (সা.) দেড় হাজার বছর আগেই চিকিৎসার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। হাদিসে এসেছে, খাব্বাব (রা.) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে অভিযোগ করলাম এ অবস্থায় যে তিনি কাবাঘরের ছায়ায় একটি চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? জবাবে তিনি বলেন, ‘তোমাদের জানা উচিত, তোমাদের আগের মুমিন লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে একজন মানুষকে ধরে আনা হতো, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে পুঁতে রাখা হতো। অতঃপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে তাকে দুই খণ্ড করে দেওয়া হতো এবং দেহের গোশতের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনি চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হতো।

কিন্তু এই কঠোর পরীক্ষা তাকে তার দিন থেকে ফেরাতে পারত না। (বুখারি, হাদিস : ৩৬১৬)

৪. আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করুন। তাঁর ওপর ভরসা রাখুন। আশা রাখুন যে তিনি আপনাকে আপনার দুরবস্থা থেকে নাজাত দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।’ (সূরা : তালাক, আয়াত : ৩)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, ‘আমি সেরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।’ (বুখারি, হাদিস : ৬৯০১)

৫. ধৈর্য ধারণ করুন। বিশ্বাস করুন যে কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কঠিন অবস্থার পর সচ্ছলতা আসে।

৭. বেশি বেশি ইস্তেগফার করুন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের সংস্থান করে দেবেন।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ১৫২০)

৮. অধিক হারে দরুদ পড়ুন। হাদিসে এসেছে, উবাই ইবন কাব (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার ওপর অধিক হারে দরুদ পাঠ করে থাকি। আমার সময়ের কতটুকু আপনার প্রতি দরুদ পাঠে ব্যয় করব? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা। আমি বললাম, এক-চতুর্থাংশ সময়? তিনি বলেন, তোমার ইচ্ছা। কিন্তু যদি আরো বাড়াও তবে ভালো। আমি বললাম, অর্ধেক সময়? তিনি বলেন, তোমার যা ইচ্ছা; তবে আরো বৃদ্ধি করলে তা-ও ভালো। আমি বললাম, দুই-তৃতীয়াংশ সময়? তিনি বলেন, তোমার ইচ্ছা; তবে আরো বাড়াতে তা-ও ভালো। আমি বললাম, আমার সবটুকু সময় আপনার ওপর দরুদ পাঠে লাগাব? তিনি

বলেন, তাহলে তো তোমার চিন্তামুক্তির জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে আর তোমার গুনাহ মাফ করা হবে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৪৫৭)

৯. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। নির্ভরযোগ্য আলেমের সঙ্গে অভিমত গ্রহণ করুন। হাদিস শরিফে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি পরামর্শ কামনা করে সে অকৃতকার্য হয় না।’

১০. দুশ্চিন্তা ও মানসিক অস্থিরতা থেকে নাজাতের উদ্দেশ্যে হাদিসে বেশ কিছু দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ওই দোয়াগুলো বেশি বেশি পড়ুন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি এমন একটি দোয়া সম্পর্কে অবগত আছি, কোনো বিপদগ্রস্ত লোক তা পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তার সেই বিপদ দূর করে দেন। সেটি হচ্ছে আমার ভাই ইউনুস (আ.)-এর দোয়া। দোয়াটি হলো—‘লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইম্নি কুনতু মিনাজ জ্বলিমীন।’

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিঃসন্দেহে আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৫০৫)

চিন্তা ও পেরেশানির সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি বিশেষ দোয়া পড়তেন। দোয়াটি হলো—‘আল্লাহুম্মা ইম্নি আউযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযানি, ওয়া আউযু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল-কাসালি, ওয়া আউযু বিকা মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া আউযু বিকা মিন দ্বালা‘য়িদাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।’

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।

আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) চিন্তাযুক্ত অবস্থায় এই দোয়া পড়তেন। (বুখারি, হাদিস : ২৮৯৩)

মানুষ তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে না তাই মানুষের উচিত ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা না করা। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখা, নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা, এবং ধৈর্য ধারণ করা।

বিবাহ- বিচ্ছেদ:

নারী -পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারী -পুরুষ একে অপরের শুধুমাত্র সঙ্গী নয় তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। নারী - পুরুষ বিবাহের মতো পবিত্র বন্ধনের মাধ্যমে একে অপরের জীবন সঙ্গী হয়ে পরিবার গঠন করে। এই পরিবার থেকেই আবার সমাজের সূচনা হয়। আল্লাহ তায়ালা নারী - পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষ পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এটি শুধুমাত্র শারীরিক সম্পর্কের বৈধতা নয় বরং পারস্পরিক ভালোবাসা ও এবং মানসিক প্রশান্তি লাভের একটি মাধ্যম। কিন্তু অনেক সময় দেখা ছেলে মেয়ে মতামতকে গুরুত্ব না বিবাহ দেওয়া ফলে সংসার ভেঙে যায় এছাড়া বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকার কারণেও সংসারে ভেঙে যায়। কিন্তু ইসলামের বিবাহের ব্যাপারে ছেলে-মেয়েদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন :
তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। সূরা আর-রুম (আয়াত ২১)
বর্তমানে বিবাহ- বিচ্ছেদ ঘটনা চোখে পড়ার মতো। সম্প্রতি এই সময় সবচেয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা একটি হচ্ছে বিবাহ-বিচ্ছেদ। বিভিন্ন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ সংঘটিত হচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ গুলোর মধ্যে রয়েছে পরকিয়া, পারস্পরিক সমঝোতা ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব, সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব, এছাড়াও দাম্পত্য জীবনে অতিরিক্ত প্রত্যাশা এবং অসহনশীলতা বিচ্ছেদের বড় কারণ।

বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেড়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক: তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সন্দেহ, পরকীয়া ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের বিস্তার পারিবারিক সম্পর্কে মারাত্মক ফাটল ধরাচ্ছে।
- সহনশীলতা ও সমঝোতার অভাব: বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অহমিকা (Ego) বেশি কাজ করে। ফলে দাম্পত্য জীবনের ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি ও মতবিরোধ সহজেই বড় রূপ ধারণ করে।
- সোশ্যাল মিডিয়ার অতি ব্যবহার: ভারুয়াল জগতে অতিরিক্ত আসক্তি, সময়ের অপচয় এবং অন্যের আপাতঃসুন্দর জীবনের সাথে নিজের জীবনের তুলনা করার প্রবণতা দাম্পত্যে অসন্তুষ্টি তৈরি করছে।
- যৌন ও মানসিক অতৃপ্তি: দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব, যৌন জীবনে অতৃপ্তি এবং বিভিন্ন আসক্তি (যেমন- মাদকাসক্তি) বিচ্ছেদের অন্যতম অনুঘটক।
- পারিবারিক হস্তক্ষেপ: বিয়ের পর পরিবারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় নবদম্পতির মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে।

প্রথম আলো

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি ১ হাজার জন মানুষের মধ্যে চারজন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এর তথ্য মতে ২০০৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এই হার ০.৬ থেকে ১.১% এর মধ্যে থাকলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্বিগুণ হয়েছে।

প্রথম আলো

উল্লেখযোগ্য তথ্য ও প্রবণতা:

- আবেদনকারী: মোট তালাক বা বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনের প্রায় ৬৫-৭০% নারীদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় .
- কারণ: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, পরকীয়া, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, যৌতুক প্রথা এবং নারীদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এর অন্যতম প্রধান কারণ.
- বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী দম্পতিদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়.
- শহরাঞ্চলে প্রভাব: শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে শিক্ষিত ও কর্মজীবী দম্পতিদের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রবণতা বেশি. উদাহরণস্বরূপ, রাজধানীতে দৈনিক গড়ে ৩৫ থেকে ৪০টি তালাকের আবেদন জমা পড়ে.
- বিভাগীয় হার: পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজশাহী বিভাগে বিবাহবিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি এবং সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম.

ইসলামে বিবাহকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র সম্পর্ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বিবাহের মতো পবিত্র সম্পর্ককে নষ্ট করার অন্যতম কারণ পরকীয়া, জিন এবং এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ইসলামের পরকীয়া জিনা ও ব্যভিচারকে কবির গোনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে ইসলামে এসব অপরাধের জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির বিধান রয়েছে। যেমন :

আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন:

কুরআনের সূরা (আন নূরের ২ নং আয়াত অনুযায়ী) ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী-
উভয়কে একশত বেত্রাঘাত করতে বলা হয়েছে

অবিবাহিতদের জন্য বেত্রাঘাতের বিধান থাকলেও বিবাহিতদের ক্ষেত্রে রসুল সাঃ এর সুন্নাহ ও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ব্যাভিচার প্রমাণিত হলে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিধান রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধানে ব্যাভিচার এবং পরকীয়ার জন্য শাস্তির বিধান উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইসলামের বিবাহ সম্পর্কে ছেলে-মেয়েদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যৌতুক, পারিবারিক সমস্যা যেমন : কাজের চাপ, মারামারি, বকাঝকা ইত্যাদি ইসলামের নিষেধ করা হয়েছে। তাই বলা যায় ইসলামকে নিজেদের জীবনের সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে বিবাহ বিচ্ছেদের মত ঘটনা হ্রাস পাবে ফলে সমাজ এবং পরিবার সুরক্ষিত থাকবে। কিন্তু আমাদের সমাজে ইসলামের দেওয়া বিধিনিষেধ পালন করা হয় না। তাই বলা যায়, সমাজ থেকে এই সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো উপায় নেই আল্লাহর বিধান ছাড়া।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্তি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার ও নির্ভরশীলতা আসক্তিতে পরিণত হয় তিন মস্তিষ্কের ডোপামিন নামক হরমোনের নিঃসরণ ঘটায় যা বারবার এসব সময় কাটাতে বাধ্য করে। আর এটিই বর্তমান সবচেয়ে বিস্তৃত এবং অন্যতম সমস্যা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন অন্যান্য, স্ক্যামিং, হ্যাকিং ইত্যাদি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেমন ভালো দিক আছে তেমন খারাপ দিকগুলোর অভাব নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন: facebook, youtube, chrom, Tiktok, Instagram, Netflix, ইউকিপিডিয়া গুগল ইত্যাদি। এগুলো যেমন মানুষের ভালো কাজে লাগছে তেমন এগুলোর অসৎ এবং অতিরিক্ত ব্যবহার মানুষকে করে তুলছে অসামাজিক। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত সময় সোশ্যাল মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যয় করা হচ্ছে ফলে স্বাভাবিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জরিপে দেখা গেছে যে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিশোর কিশোরীদের অতিরিক্ত ব্যবহার তাদেরকে গড়ে তুলছে অসামাজিক এবং কাজের প্রতি অমনোযোগী। শিশু থেকে শুরু

করে অন্য বয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মাঝেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্তি দেখা দিচ্ছে যা চিন্তার বিষয়। আমরা আমাদের প্রয়োজন সময় ছাড়াও অতিরিক্ত সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ব্যয় করছি তাদের কাজ স্বাভাবিক জীবন যাপনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে সাথে আমাদের করে তুলছে অসামাজিক এবং খাপার কাজের প্রতি আকৃষ্ট। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেমন ভালো দিক আছে তেমন এটি খারাপ দিকেরও অভাব নেই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তার মনকে, নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা ফলে খুব সহজেই খারাপ এবং অশ্লীল কর্মের দিকে ঝুকে পড়ে। যেমন:

- আসক্তি: মানুষ এখন মুখোমুখি আড্ডা বা পারিবারিক আলোচনার চেয়ে ফোনের স্ক্রিনে বেশি সময় কাটাচ্ছে। ফলে কাছের মানুষদের সাথে মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে

- একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা :

গবেষকদের মতে, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি সময় কাটান, তাদের বাস্তব জীবনে একাকীত্ব ও বিষণ্ণতায় ভোগার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে।

- তুলনামূলক মানসিকতা ও হতাশা: সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যের সাজানো জীবনের সাথে নিজের তুলনা করে অনেকে হীনম্মন্যতায় ভোগেন, যা সামাজিকভাবে আরও গুটিয়ে যেতে বাধ্য করে।
- সামাজিক দক্ষতার অভাব: অনলাইনের সংক্ষিপ্ত চ্যাট বা ইমোজি ব্যবহারের ফলে বাস্তব জীবনে মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা, আবেগ প্রকাশ করা বা সমস্যা সমাধানের মতো সামাজিক গুণাবলিগুলো লোপ পাচ্ছে।

সামাজিক ও শারীরিক প্রভাব : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তির ফলে মানুষ শুধু মূল্যবান সময় ব্যাপারটা এমন নয় এর সাথে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক ব্যাপারও জড়িত। এর ফলে মানুষ শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিকার হচ্ছে যেমন :

- মানসিক স্বাস্থ্য: অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বিষণ্ণতা, একাকীত্ব, এবং আত্মসম্মান কমে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে যাচ্ছে।
- কাজে অমনোযোগ, পড়ালেখায় ব্যাঘাত এবং সময়ের অপচয়
- শারীরিক সমস্যা: চোখের ক্ষতি, ঘাড় ও পিঠের ব্যথা, এবং পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব ইত্যাদি সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্তি কমাতে কুরআনের ভূমিকা:

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয় এটি সম্পূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা। এটি সকল যুগ সময় এবং পরিস্থিতির জন্য উপযোগী একটি জীবন ব্যবস্থা এবং কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সকল সমস্যার সমাধান উল্লেখ করেছেন। কুরআন মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণ, সময়ে সদ্যবহার এবং চিন্তাশীলতার শিক্ষা দেয়। যা মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে এবং সময়ের মূল্য বুঝতে সাহায্য করে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে ভূমিকা রাখে। কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যা মানুষকে সকল অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। কুরআন পাঠ ও এর অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত নির্ভরতা ও মানসিক অস্থিরতা খুব সহজে দূর করা যায়।

কুরআন যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি কমাতে সাহায্য করে:

- সময়ের সঠিক মূল্যায়ন: কুরআন মানুষকে সময়ের অপচয় রোধ করতে শেখায়। সূরা আল-আসর-এ আল্লাহ বলেছেন, 'মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।'

উদ্দেশ্যহীন স্ক্রলিংয়ের মাধ্যমে যে সময় নষ্ট হয়, তা এই আয়াতের চেতনার পরিপন্থী।

- আত্মনিয়ন্ত্রণ ও তাকওয়া অর্জন:

সোশ্যাল মিডিয়ার 'ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন' বা তাৎক্ষণিক তৃপ্তি পাওয়ার ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখতে কুরআন আত্মনিয়ন্ত্রণ বা 'সবর' শেখায়। নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন ও তাকওয়া (আল্লাহভীতি) মানুষকে গুনাহ ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে দূরে রাখে

- তথ্য যাচাইয়ের নির্দেশিকা: সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা বা গুজব ছড়ানো সম্পর্কে কুরআন সতর্ক করে। সূরা আল-হুজুরাতের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ, যদি কোনো ফাসেক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তবে তা পরীক্ষা করে দেখবে...'। এই নির্দেশনা মেনে চললে বিভ্রান্তিকর পোস্ট থেকে দূরে থাকা সহজ হয়।
- পরচর্চা ও গিবত থেকে বিরত থাকা: কুরআনে গিবত বা পরচর্চাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে (সূরা আল-হুজুরাত: ১২)। সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যের সমালোচনা বা ট্রলিং থেকে বাঁচতে এই আয়াতটি শক্তিশালী ঢাল হিসেবে কাজ করে।
- দৃষ্টির হেফাজত: ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়ায় অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল দৃশ্য থেকে চোখকে হেফাজত করার জন্য কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা আন-নূর: ৩০)।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া বিকল্প হিসেবে কুরআন তেলাওয়াত ও এর অর্থ অনুধাবন মানসিক প্রশান্তি নিয়ে আসে এবং সময়ের অবচয় রোধ করে। বিশ্ব নিয়ে চিন্তা করতে শেখায়, এবং সময়ের গুরুত্ব দিতে শিখায় শিখায়। মানুষ আত্মসমালোচনা এবং আত্ম বিশ্বাস অর্জনের সময় লাভ করে এবং নিজেকে এবং পরিবারকে সময় দেওয়ার মনোভাব অর্জন করে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় দেওয়া শুধু মাত্র ব্যক্তির নিজ জীবনকেই ধ্বংস করে না এর সাথে সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবার কিন্তু মানুষ এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার ফলে পরিবারের প্রতি অমোযোগী

হয়ে ওঠে ফলে পারিবারিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রতি আসক্তি কমাতে হবে ফল এই ব্যক্তি লাভ করবে একটি সুন্দর এবং সফল সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন।

পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীলতা:

পর্নোগ্রাফি কি :

পর্নোগ্রাফি হলো এমন যেকোনো লিখিত, দৃশ্যমান (ছবি বা ভিডিও) অথবা অডিও উপাদান, যা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত কোনো শৈল্পিক বা শিক্ষামূলক মূল্য ছাড়া কেবল যৌনতার সুস্পষ্ট প্রদর্শন।

পর্নোগ্রাফি শুধুমাত্র ব্যক্তির চরিত্রকেই হরণ করে না এবং ব্যক্তির জীবনকে ধ্বংস করে না এর সাথে এটি সমাজের জন্য ক্ষতিকর। পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত ব্যক্তি পারিবারিক জীবনে অশান্তির বীজ বপন করে। পর্নোগ্রাফির ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভেদাভেদ, ঝগড়া, মারামারি, মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং অশান্তির সূত্রপাত হয়। পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত ব্যক্তি অস্বাভাবিক এবং অসামাজিক আচরণ করে তার আচরণ শুধুমাত্র এই সীমাবদ্ধ থাকেনা তার সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলে। পর্নোগ্রাফির মাধ্যম এবং উপাদান সম্পর্কে কিছু জানা যাক।

উপাদান ও মাধ্যম

- ভিডিও ও চলচ্চিত্র: পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে যৌন ক্রিয়াকলাপ সরাসরি প্রদর্শন করা হয়
- ছবি ও চিত্র: নগ্ন বা যৌন উত্তেজক স্থিরচিত্র।
- সাহিত্য ও অডিও: যৌন উত্তেজক গল্প, উপন্যাস বা অডিও ক্লিপ।

পর্নোগ্রাফি শুধুমাত্র ব্যক্তির বৈবাহিক সম্পর্কে প্রভাব ফেলে। এর অন্যতম কারণ এটি ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করে।

মানসিক ও শারীরিক প্রভাব

- অবাস্তব প্রত্যাশা: পর্নোগ্রাফিতে যৌনতাকে অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব উপায়ে উপস্থাপন করা হয়, যা বাস্তবে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুল ধারণার জন্ম দেয়।
- আসক্তি ও মানসিক ক্ষতি: অতিরিক্ত পর্নোগ্রাফি দেখার ফলে মনোযোগ হ্রাস, হতাশা, মানসিক অবসাদ এবং আসক্তি তৈরি হতে পারে।

এসব কিছু ফলেই ব্যক্তির বৈবাহিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং অনেক সময় বিবাহ-বিচ্ছেদ সংগঠিত হয়। শুধুমাত্র এই এটি নয় এটি সামাজিক বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পিছনেও যেমন: ধর্ষণ, ইভটিজিং ইত্যাদি।

অশ্লীলতা কখনোই ভালো কিছু বয়ে আনতে পারে না। এটি সবসময়ই ব্যক্তি, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে সমস্যার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই অশ্লীলতার কারণে অপরাধ সমাজের সংঘটিত হলেও এর বিচার কখনো পাওয়া যায় না অন্যতম কারণ পর্নোগ্রাফির মত অশ্লীল জিনিসকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি না দেওয়া। ফলে সমস্যা এবল অপরাধ ব্যক্তি জীবনে সংঘটিত হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক জীবনে ধর্ষণ, হয়রানি, ইভটিজিং এর মতো কাজ সংঘটিত হয়।

এ সম্পর্কে বা কুরআন কি বলে :

ইসলামে অশ্লীলতা (Fawahish) একটি মারাত্মক অপরাধ। রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম উম্মাহকে অশালীন কথা, কাজ ও আচরণ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং এর ভয়াবহ পরিণতির কথা হাদিসে উল্লেখ করেছেন। ইসলামে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও নগ্নতার কোনো স্থান নেই। কুরআন ও হাদিসে অশ্লীল কাজ ও কথাবার্তা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পবিত্র কুরআনের বলেন :

আল্লাহ তাআলা বলেন নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অশ্লীলতা, অসৎ কার্য এবং সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো সূরা: (আন নাহল আয়াত: ৯০)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে আরো বলেন

যারা পছন্দ করে যে মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ও নিলজ্জতার প্রসার ঘটুক তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা :আন-নূর আয়াত :১৯)

পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীলতা কোন ভালো জিনিস নয় এগুলো শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে এবং সামাজিক জীবনে দুর্ভোগ সৃষ্টি ও নানা সমস্যা করে। ইসলামে অশ্লীলতার কোনো স্থান নেই। ইসলামের জিনিস হারাম বলা হয়েছে এবং এর জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কারণ তাদেরকে অশান্তি এবং সমস্যার অন্যতম কারণ। ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা যেখানে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। অশ্লীলতা সম্পর্কে শুধু কুরআন এবং মহানবি (স) এর বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে ইসলাম অশ্লীলতাকে কতটা কতটা খারাপ বৃষ্টিতে দেখে এবং এর জন্য কি ভয়ানক শাস্তি রয়েছে।

কয়েকটি হাদিস :

- হজরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কোনো বিষয়েই অশ্লীলতা থাকে না, যা তাকে দোষণীয় করে না এবং কোনো বিষয়েই শালীনতা থাকে না, যা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে না।" (তিরমিজি)
- নবী করিম (সা.) আরও বলেছেন: "লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অংশ।" (বুখারি ও মুসলিম)
- অন্য হাদিসে এসেছে: "যার মধ্যে লজ্জাশীলতা নেই, সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে।" (সহিহ বুখারি)

অশ্লীলতা ও কটুভাষণ বর্জন

- হাদিস: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মুমিন কখনো দোষারোপকারী, অভিষাপকারী, অশ্লীলভাষী ও কটুভাষী হয় না।" (তিরমিজি, সহীহ)

অশ্লীলতার ভয়াবহ পরিণতি

- হাদিস: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ ও এমন সব নতুন নতুন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে—যা তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যেও কখনো দেখা যায়নি।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)

শালীনতার গুরুত্ব ও ফজিলত

- হাদিস: আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে বিষয়েই অশ্লীলতা থাকুক না কেন, তা তাকে কলুষিত করে।"

অশ্লীলতা থেকে বাচার ইসলামিক উপায়

ভূমিকা :

বর্তমান যুগের প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষ সহজেই অশ্লীলতা উচিত নাই লিগু হয়ে যাচ্ছে টিভি ইন্টারনেট সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপন সহ বিভিন্ন মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ছে এ অবস্থা আত্মরক্ষা করা একজন মুসলিমের জন্য অত্যন্ত জরুরী কারণ এটি ঈমানকে দুর্বল করে এবং মানুষকে গুনাহের দিকে ধাবিত করে কিন্তু ইসলামে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা আমাদের এ ধরনের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় বাতলে দিয়েছে কুরআন ও সুন্নাহতে অশ্লীলতা এড়িয়ে চলার নির্দেশ এসেছে বহুবার এই লেখায় আমরা অশ্লীলতার কুফল তা থেকে বাঁচার ইসলামিক পদ্ধতি এবং বাস্তব জীবনে এসব পদ্ধতি প্রয়োগের কৌশল নিয়ে আলোচনা করব

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন

তোমরা ব্যভিচারের নিকটে ও যেও না নিশ্চয়ই এটি একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ (সূরা :আল ইসরা, আয়াত: ৩২)

অশ্লীলতা থেকে বাঁচতে হলে তাকওয়া বা আল্লাহভীতিবৃদ্ধি করতে হবে। চোখের হেফাজত করতে হবে সময় সঠিক ব্যবহার করতে হবে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি মানুষকে সকল গুনাহ থেকে দূরে রাখে যখন কেউ বুঝবে যে আল্লাহ তাকে সর্বদা দেখছেন তখন সে গুনাহ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে।(সূরা আত তলাক, আয়াত: ২)

এছাড়াও পর্নোগ্রাফি বা অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো অবসর সময়। তাই সময়কে কাজে লাগাতে পারলে মানুষ এরকম অশ্লীলতা বা পর্নোগ্রাফির দিকে আকৃষ্ট হতে পারবে না। এজন্য মানুষকে সময়ের মূল্য বুঝতে হবে এবং এসব খারাপ প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। এছাড়া আল্লাহ ভীতি মানুষকে অসুবিধা থেকে ধরে রাখতে এবং পরকালের শাস্তি ইহকালের লাঞ্ছনা ভয় মানুষের এসব খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে তাই আমাদের উচিত বেশি করে আল্লাহ তালাকে ভয় করা এবং এসব পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

ভালো সঙ্গ ও পরিবেশ তৈরি এবং বিয়ে ও হালাল সম্পর্কের অতি গুরুত্ব দিলে শ্রীলতা ও পর্নোগ্রাফির মত খারাপ থাকা সম্ভব এ সম্পর্কে রসূল (স)বলেন:

হে যুবক সম্প্রদায় যে যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে নেয় কারণ এটি দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে (সহীহ বুখারি)

বিয়ে মানুষকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। কারণ মানুষ তখন হালাল এবং বৈধ উপায়ে নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং কামনা ও বাসনা পূর্ণ করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে বর্তমান যুগের অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা সত্যি চ্যালেঞ্জিং কিন্তু ইসলাম আমাদের এমন সব পদ্ধতি শিখিয়েছে যা অনুসরণ করলে আমরা আমাদের দৃষ্টিকে সংযুক্ত রাখতে পারব এবং হারাম থেকে অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকতে পারবো

পিতা-মাতার অবাধ্যতা এবং তাদের প্রতি অবহেলা :

পিতা-মাতা মানুষের জীবনের সবচেয়ে আপনজন। পিতা-মাতার মাধ্যমে আমরা দুনিয়াতে এসেছি। তারা পরম যত্নে আমাদের লালন-পালন করেন। আমাদের সুখে জন্য তারা তাদের জীবন দিতেও দু'বার ভাবে না। পিতা মাতা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রদর্শক। তাদের সীমাহীন ত্যাগ, স্নেহ, ভালোবাসা প্রধান কর যার ফলে আমরা জীবনে হতে পারি প্রতিষ্ঠিত ও সফল। পিতা মাতার সন্তানের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলেও সন্তান কি পিতা-মাতার প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে। পিতা মাতার প্রতি প্রত্যেক সন্তানের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন:

ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন

পিতা-মাতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন এবং অসীম কষ্টে লালন-পালন করেছেন। তাই সর্বদা তাঁদের প্রতি বিনয়ী থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই তাঁদের সঙ্গে কর্কশ বা অসম্মানজনক আচরণ করা উচিত নয়।

২. সেবায়ত্ন ও দেখাশোনা

বার্ধক্যে মানুষের শারীরিক শক্তি কমে যায় এবং তাঁরা অসহায় হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা, নিয়মিত ওষুধ দেওয়া এবং পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা সন্তানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

৩. আদেশ-নির্দেশ পালন:

পিতা-মাতা সবসময় সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। তাঁদের সৎ উপদেশ ও নির্দেশ মেনে চলা উচিত। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও পিতা-মাতার অবাধ্যতা মহাপাপ বা চরম অন্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪. ধর্মীয় অনুশাসন:

ইসলামসহ প্রায় সব ধর্মেই পিতা-মাতাকে পরম শ্রদ্ধেয় আসন দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে বলা হয়েছে মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। তাই পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ করা সম্ভব।

উপসংহার

পিতা-মাতা হলেন সন্তানের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির উপায়। যে সন্তান পিতা-মাতার সেবা করে এবং তাঁদের মনে কষ্ট দেয় না, সে জীবনে প্রকৃত সাফল্য লাভ

করে। পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন শুধু একটি কর্তব্য নয়, বরং এটি সন্তানের পরম সৌভাগ্য ও পুণ্যময় কাজ।

কিন্তু পিতা মাতার সন্তানের জন্য যতই করুক না কেন দিন শেষে সন্তান পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়। সন্তানরা নানা কারণে পিতা মাতার অবাধ্য হয়, কথা শুনে না তাদের সাথে রুক্ষ এবং খারাপ আচরণ করে। এর অন্যতম কারণ হলো নৈতিক ও সঠিক শিক্ষার অভাব, মাতার প্রতি সম্মান না থাকা, খারাপ সঙ্গীর প্রভাব ইত্যাদি। এছাড়া এর অন্যতম কারণ গুলো হলো

- যোগাযোগের অভাব:

বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে মুক্ত আলোচনার অভাব এবং অনুভূতি প্রকাশে ব্যর্থতা

- প্রজন্মের ব্যবধান (Generation Gap): যুগের পার্থক্যের কারণে চিন্তা-ভাবনা, পছন্দ ও মতামতের অমিল হওয়া।
- স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা: সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে নিজের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা খোঁজে, যা বাবা-মায়ের নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।
- ভুল শাসন পদ্ধতি: অতিরিক্ত কড়াকড়ি অথবা অতিরিক্ত প্রশ্রয়—দুটোই সন্তানের মাঝে জেদ ও অবাধ্যতা তৈরি করে।
- পারিবারিক পরিবেশ: পরিবারে অশান্তি, মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া, বা অন্য কোনো মানসিক চাপের প্রভাব সন্তানের ওপর পড়ে।
- বেশি নিরাপদ মনে করা: অনেক সময় সন্তানরা নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে মা-বাবার ওপর সবচেয়ে বেশি রাগ দেখায়, কারণ তারা জানে মা-মা তাদের ছেড়ে যাবে না।
- সঙ্গের প্রভাব: বন্ধু-বান্ধব বা বাইরের পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব।

পিতা মাতার প্রতি সন্তানদের আচরণ ক্রমশই খারাপের দিকে রূপ নিচ্ছে, বিশেষ করে পিতা-মাতা যখন যখন দিতে হবে পৌঁছায় তখন সন্তানদের পিতা মাতার প্রতি আচরণ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যে মা - বাবা একা একা হাতে কয়েকজন সন্তানকে লালন পালন করেন কিন্তু কয়েকজন সন্তান মিলেও একজন পিতা মাতাকে ভরনপোষণ করাতে পারে না। এর ফলে তাদের স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে দেশে মোট জনসংখ্যার ৭ থেকে ৮ শতাংশ প্রবীণ। ২০৫০ সালে বাংলাদেশে প্রবীণের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২০ লাখ অর্থাৎ ওই সময়কার মোট জনসংখ্যার ২২ থেকে ২৩ শতাংশ থাকবে প্রবীণ। আর বাংলাদেশে মানুষের আয়ু যে হারে বাড়ছে তা অব্যাহত থাকলে আগামী ৩২ বছর পর দেশের প্রতি পাঁচজনে একজন থাকবেন প্রবীণ।

তার মানে ক্রমশই বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং কারণ হলো সন্তানদের পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বহীনতা, অবহেলা, তাদের দেখাশোনা না করা ইত্যাদি। ছাড়াও বিশেষজ্ঞরা বলছেন বাংলাদেশে পরিবার বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে অর্থাৎ সন্তানরা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পরিবার থেকে বের করে দিচ্ছে। ফলে তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে পরিবার ছাড়া হতে হচ্ছে এবং তাদের আশ্রয় হচ্ছে বৃদ্ধাশ্রমে বিশেষ করে উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যে এর প্রবণতা বেশি

পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস যা বলে:

কুরআন ও হাদিসে পিতা-মাতাকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী বলেছে। কুরআন ও হাদিসে মা-বাবার সঙ্গে সদাচরণের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা ছেলেমেয়ে সবার জন্য প্রযোজ্য। কেননা ‘সন্তান’ বলতে ‘ছেলেমেয়ে’ উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।

কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘তোমার রব আদেশ করেছেন যে তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্যবহার করো...।’ (সূরা : ইসরা/বনি ইসরাঈল, আয়াত : ২৩)।

অন্য আয়াতে এসেছে, 'তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কী তারা ব্যয় করবে? বলে দাও- যে বস্তুই তোমরা ব্যয় করো, তা হবে পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-আপনজনের জন্য।' (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২১৫)।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু আয়াতে পিতামাতার প্রতি সদাচরণ কথা বলেছেন এবং তার সাথে পিতা-মাতার হক আদায় করা কথা বলেছেন। সন্তানের দায়িত্ব পিতা-মাতার প্রতি যথাযথ হক আদায় করা আল্লাহ তাআলা কুরআনে তা উল্লেখ করেছেন তাই এই বিধান মেনে নেওয়া প্রত্যেক সন্তানের দায়িত্ব আর কর্তব্য। যদি সন্তানরা পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তা অবহেলা তবে আল্লাহ তা'আলা নিকট এর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে এবং পরকালে কঠিন আজাব ভোগ করতে হবে। পিতা মাতা যাই বলুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দও করা যাবে না। পিতা-মাতা এখন আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে কিছু বলতে ও করতে না বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত পিতা মাতার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা সন্তানদের কর্তব্য।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

- "তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উহ' (বিরক্তিসূচক শব্দ) বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)।
- "মমতাবশে তাদের প্রতি বিনম্রতার ডানা নত করো এবং বলো, 'হে আমার রব! তারা শৈশবে আমাকে যেভাবে লালন-পালন করেছেন, আপনিও তাদের প্রতি তেমনি দয়া করুন'" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৪)।
- পিতা-মাতা যদি কুফরি বা শিরক করতে বলেন, তবে তা মানা যাবে না। তবে তাদের সাথে দুনিয়াতে উত্তম আচরণ বজায় রাখতে হবে (সূরা লোকমান, আয়াত ১৫)।

এছাড়া হাদিস শরীফে পিতা-মাতার খেদমতকে জান্নাত লাভের মাধ্যম বলা হয়েছে।

- মায়ের অধিকার সর্বাধিক: এক সাহাবি রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে সর্বোত্তম ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য কে?" তিনি

বললেন, "তোমার মা।" সাহাবি বললেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" সাহাবি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?" তিনি বললেন, "তোমার মা।" এরপর বললেন, "তোমার বাবা" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

- জ্ঞানাত ও জাহান্নাম: হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পিতা-মাতা তোমার জ্ঞানাত অথবা জাহান্নাম।" (সুনানে ইবনে মাজাহ) অর্থাৎ, তাঁদের সন্তুষ্টি ও খেদমতের মাধ্যমেই জ্ঞানাত লাভ করা সম্ভব।
- সন্তানের সম্পদ ও আয়: অন্য এক হাদিসে এসেছে, পিতা-মাতা চাইলে সন্তানের সম্পদ থেকে খরচ করতে পারেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, "তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।" (সুনানে আবু দাউদ)

ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়াকে কবিরাত গুনাহ বা বড় পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সন্তান যদি তাদের জীবদ্দশায় সন্তুষ্টি রাখতে পারে, তবে উভয় জাহানেই কল্যাণ লাভ করা সম্ভব

এজন্য সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার অতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা, তাদের অবাধ্য না হওয়া এবং তাদের সাথে অশোভনীয় আচরণ না করা একজন সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রত্যেক সন্তানের উচিত এইসব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। সন্তান যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় নৈতিক গুণাবলী তাদের মধ্যে থাকে তাহলে সন্তান কখনোই পিতা মাতার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারে না বা অবাধ্য হতে পারে না।